যুগান্তর
প্রিন্ট: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ১০:২৬ এএম

শিক্ষাঙ্গন

দুর্ভাগ্য গত এক দশক ধরে বিক্রি হয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবী দেখেছি: রাবি উপাচার্য

রাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১০:৫৯ পিএম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব বলেছেন, বুদ্ধিজীবিতার ভার বারবার বহন করতে অক্ষম হয়েছি আমরা। দ্রোহ এবং প্রতিষ্ঠিত বিষয় নিয়ে কথা বলা বুদ্ধিজীবীদের কাজ কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য গত এক দশক ধরে বিক্রি হয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবী দেখেছি। যারা কখনো গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে দাঁড়াতে পারেনি।

জুলাই অভ্যুত্থানে যে সমস্ত অত্যাচার হয়েছে সেখানে তাদের দায়িত্বের একবিন্দু পর্যন্তও পালন করেনি। কারণ তারা বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, তাদের বিবেকবোধ হারিয়ে ফেলেছিল।

শনিবার সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে আয়োজিত শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব বলেন, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের মস্তবড় অঙ্গীকার হচ্ছে তারা কারো কাছে মাথানত করেনি। তারা জানতেন জীবন বিপন্ন তারপরও নিজেদের বিক্রি করেননি। বুদ্ধিজীবিতা, বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তচিন্তা, গণমানুষের সাক্ষ্য এবং নিজের জ্ঞানের ওপর কোনো শাষক গোষ্ঠীর তাবেদারি স্থান পেতে পারে না। এ জায়গায়টা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। এখন আমাদের সুযোগ এসেছে সেই জায়গায় আমরা মনোযোগী হব। হাজার হাজার ছাত্র জনতার শহিদের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মাণ নিয়ে উপাচার্য আরও বলেন, রক্ত এবং ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। আমরা ভুলে যাই আমাদের অর্জনের পেছনে কত মানুষের রক্ত ও আত্মত্যাগ আছে। এটা যদি আমাদের মনে থাকতো আমরা বারবার পথ হারাতাম না।

আলোচনা সভায় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন খান বলেন, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসকে শুধু দিবস পালনের মধ্যে নয় বরং আমাদের কাজের মধ্যে দেশপ্রেমের বাস্তবায়ন করতে হবে। যারা জীবন দিয়েছে তাদের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারি। আজকের প্রজন্মের কাছে তাদের আত্মত্যাগের কথা জানিয়ে তাদের কে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করতে হবে।

দিবসটি উপলক্ষে এদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাবির প্রশাসন ভবন, আবাসিক হল ও অন্যান্য ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত উত্তোলন করা হয়। সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শহিদ স্মৃতি সংগ্রহশালার পক্ষ থেকে প্রভাতফেরি নিয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এছাড়া আলোচনা সভায় শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দারে স্ত্রী চম্পা সমাদ্দারকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে। দিনটি উপলক্ষে দোয়া ও প্রার্থনা, সন্ধ্যা ৬টায় শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক চত্বরে নাটক মঞ্চায়ন এবং জুলাই বিপ্লবের স্মৃতি স্মারক, গ্রাফিতি এবং পোস্টার প্রদর্শিত হবে।